Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাধা

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

নিলুফা আক্তার
রোলঃ ২১৬০২০২৬৪

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাধা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিলুফা আক্তার
রোলঃ ২১৬০২০২৬৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাধা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিলুফা আক্তার, আইডিঃ ২১৬০২০২৬৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাধা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

নিলুফা আক্তার

আইডিঃ ২১৬০২০২৬৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

⬛ ভূমিকা 5

⬛ আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা সমূহ 5

⬛ আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ কবিরা গুনাহের পরিচয় 6

⬛ কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা 6

⬛ কুফরী পর্যায়ের কবিরা গুনাহ্ সমূহ 6

⬛ সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ্ 8

⬛ যে সমস্ত গুনাহ্ জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টি করে 11

⬛ এ ছাড়া অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ্ 20

⬛ মানবজীবনে কবিরা গুনাহের কুপ্রভাব 39

⬛ গুনাহ্ মাফের উপায়সমূহ 44

⬛ গুনাহ্ মাফের দু'আ 50

⬛ আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ কবিরা গুনাহ্ সহ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উপায় 54

⬛ উপসংহার 67

⬛ তথ্যসূত্র 68

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আখিরাত (আরবি: الآخرة) একটি ইসলামী শব্দ যেটির দ্বারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে বুঝানো হয়। মুসলিমদের বিশ্বাস অনুযায়ী আখিরাত বা পরকাল জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং অতঃপর ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। আখিরাত ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

"وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ "

“আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।” (সূরা আল বাকারা : ৪)।

[১].

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা সমূহ

[২].

মু'মিনের জীবনে আখিরাতের পথে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমাদের আগে জানতে হবে, আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা গুলো।

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা গুলো হলো: ১| ঈমান না আনা, ২| শিরক, ৩| কুফর, ৪| স্বলাত পরিত্যাগ, ৫| ফরজ আমল পরিত্যাগ, ৬| হারামে লিপ্ত থাকা, ৭| হারাম উপার্জন ও ভোগ, ৮| ফরজ ইলম অর্জন না করা, ৯| ইলম অনুযায়ী আমল না করা, ১০| কবিরা গুনাহ্, ১১| দুনিয়ার মোহ, ১২| আল্লাহর যিকির করা থেকে বিরত থাকা, ১৩| কুরআনুল কারীম থেকে দূরে থাকা, ১৪| নফসকে নিয়ন্ত্রণে না রাখা, ১৫| বিদআত, ১৬| জিহ্বা সংযত না রাখা, ১৭| গীবত, ১৮| চোগলখোরী, ১৯| বদ আখলাক, ২০| রাগ, ২১| হিংসা, ২২| অহংকার, ২৩| রিয়া, ২৪| বান্দার হক নষ্ট করা, ২৫| সময় অপচয়, ২৬| দৃষ্টি সংযত না রাখা, ২৭| গোপন গুনাহ্, ২৮| তাকওয়া অবলম্বন না করা, ২৯| স্ক্রিন আসক্তি, ৩০| পর্নোগ্রাফি আসক্তি, ৩১| নেশাদ্রব্যের প্রতি আসক্তি, ৩২| তাওবা করতে বিলম্ব করা, ইত্যাদি।

আমাদের বেশি বেশি চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা এই বাধা গুলো পরিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি এবং আখিরাতের জন্য উত্তমরূপে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি_ইন শা আল্লাহ্।

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ কবিরা গুনাহের পরিচয়

"কবিরা" শব্দের আভিধানিক অর্থ: বড়।

"الكبائر هي كل ذنب أطلق عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه: كبيرة ، أو عظيم ، أو أخبر فيه بشدة العقاب ، أو علق عليه الحد ، أو لعن فاعله ، أو حرم من الجنة

কবিরা গুনাহ্ হলো সেই সব পাপ, যেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমায় (সর্বসম্মতভাবে) বড় বা মহাপাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যে পাপের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে অথবা যে অপরাধের ব্যাপারে ফৌজদারি দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে অথবা যে পাপ করলে পাপীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে অথবা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।" **[৩].**

কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা

কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা অনেক বেশি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

"إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

যে সব বিষয় সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারো তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং সম্মান জনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।" (সূরা নিসা: ৩১)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

কবিরা গুনাহ্ (বড় পাপ) থেকে বিরত থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে আরেক জুমা, এক রমজান থেকে আরেক রমজানের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত পাপ রাশী মোচন হয়ে যায়।" **[৪].**

কুফরী পর্যায়ের কবিরা গুনাহ্ সমূহ

'কুফর' অর্থ ঢেকে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত ইসলামী শারী'আতকে অস্বীকার করা। যার বিপরীত হলো ঈমান। সুতরাং কুফরী একটি মারাত্মক পাপ। আর সেটা হতে পারে ব্যক্তির কথা বা আমলের মাধ্যমে। কুফরী পর্যায়ের কবিরা গুনাহ্ গুলো হলো:

■ আল্লাহর সাথে শিরক (অংশী স্থাপন) করা

শিরক شرك অর্থ শরীক করা। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর সত্তা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। শিরক একটি ভয়ানক পাপ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۚوَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓي اِثْمًا عَظِيْمًا

আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা: ৪৮)।

■ নামাজ পরিত্যাগ করা

ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা মারাত্মক অপরাধ। এর পরিণতি হলো জাহান্নাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

"فِيْ جَنّٰتٍ يَتَسَاۤءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَاۤىِٕضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ.

তারা (ডানের লোকেরা) জান্নাতে থাকবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদের খাওয়াতাম না। আর (অসার) আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে নিশ্চিত বিষয় আমাদের কাছে এসে গেলো।" - [সূরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ৪০-৪৭]।

■ মানুষ হত্যা করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا»

"আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি ক্রদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি"। (সূরা নিসা : ৯৩)।

■ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া গুরুতর অপরাধ। রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْـجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ..

তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি"। (জা'মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

■ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

কবিরা গুনাহের অন্যতম হলো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে কবিরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، 'আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা–মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী হা/২৬৫৩; মুসলিম হা/৮৮)।

■ পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা

রসুলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"إنَّ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ أنْ يَلعَنَ الرجُلُ والِدَيه قالوا يا رسولَ اللهِ وكيفَ يَلعَنُ الرجُلُ أَبَوَيه ؟ قال: يَسُبُّ الرجُلُ الرجُلَ فيَسُبُّ أباه ويَسُبُّ الرجُلُ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه

অন্যতম বড় পাপ হলো, পিতা মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ আবার কিভাবে পিতা মাতাকে অভিসম্পাত করে? তিনি বললেন, "একজন মানুষ যখন অন্যের পিতা মাতাকে গালি দেয় তখন সেও প্রতিউত্তরে তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়।" (বুখারি ও মুসলিম)। **[৫].**

সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ্

মহানবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সাতটি জঘন্য গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যেগুলোকে হাদিসে ধ্বংসাত্মক বা সর্বনাশা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসটি হলো, রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে দূরে থাকো। (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা, (২) জাদু-টোনা করা, (৩) মানুষ হত্যা যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ইসলামের হক ছাড়া (অর্থাৎ ইসলামি আইনগত হত্যার বিধান ভিন্ন) (৪) সুদ খাওয়া (৫) এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি (জিনার) অপবাদ দেওয়া।" (বুখারি: ৬৮৫৭)।

■ আল্লাহর সাথে শিরক করা

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শির্ক করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

আর, যখন লুকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন, হে আমার আদরের সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ’। (সূরা লুকমান : ১৩)।

■ জাদু-টোনা করা

জাদু-টোনা করা হারাম ও কবিরা গুনাহ্। কারো প্রতি কোনো উদ্দেশ্য হাসিলে জাদু করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কেননা তা কুফরীর শামিল। জাদু করা কুফরী বিষয়টি কুরআনুল কারিমে সুস্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

"وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰي مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا اُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰي يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۟ ؕ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করতো। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাতো এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাতো না যে পর্যন্ত না বলতো যে, ‘আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখতো, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারতো না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখতো যা তাদের ক্ষতি করতো, তাদের উপকার করতো না এবং তারা অবশ্যই জানতো যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতোই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানতো।" (সূরা বাকারাহ : ১০২)।

■ মানুষ হত্যা যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ইসলামের হক ছাড়া (অর্থাৎ ইসলামি আইনগত হত্যার বিধান ভিন্ন)

কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করা ধ্বংসাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। তবে উক্ত হত্যা আরও ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত হয় যখন তা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যাকে বাঁচানো সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং যাকে হত্যা করা একেবারেই অমানবিক। যেমন: নিষ্পাপ শিশু, নিজ মাতা-পিতা, নবী-রাসূল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী রাষ্ট্রপতি অথবা উপদেশদাতা আলিমকে হত্যা করা।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

«إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ، وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، أُوْلَآئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُـهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَـهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ»

‘‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা‘আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা ন্যায় ও ইন্সাফের আদেশ করে তাদেরকেও। (হে নবী) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদেরই আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হয়ে যাবে এবং এদেরই জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না’’। (আ’লি ’ইমরা’ন : ২১-২২)।

[৬].

■ সুদ খাওয়া

সুদের সঙ্গে জড়িত সবাইকে নবীজি (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে, 'যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখে দেয় সবার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) লানত করেছেন।' (তিরমিজি, হাদিস : ১২০৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

اَلَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا کَمَا یَقُوۡمُ الَّذِیۡ یَتَخَبَّطُهُ الشَّیۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَیۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَیۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَۃٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰی فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمۡرُهٗۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ وَ مَنۡ عَادَ فَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ (٢٧٥)

"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ্ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেলো, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)।

■ এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা

এতিমের সম্পদ দখল করা, ভক্ষণ করা ধ্বংসাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ اَمۡوَالَ الۡیَتٰمٰی ظُلۡمًا اِنَّمَا یَاۡکُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِهِمۡ نَارًا ؕ وَ سَیَصۡلَوۡنَ سَعِیۡرًا

"নিশ্চয়ই যারা পিতৃহীনদের (এতিমদের) সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।" (সূরা নিসা : ১০)।

■ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা

যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা গুরুতর একটি অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٦

আর যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দান হতে পিছু হটে যাবে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন করতে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট স্থান নিতে আসে সে ব্যতীত। (সূরা আনফাল : ১৬)।

■ সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি (জিনার) অপবাদ দেওয়া

সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ইসলামে হারাম ও কবিরা গুনাহ্। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে রয়েছে এর জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ.

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও (কোনো বিষয়ে) তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফারমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।' (সুরা আন নুর : ৪-৫)।

যে সমস্ত গুনাহ্ জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টি করে

[৭].

পৃথিবীতে করে যাওয়া এমন কিছু গুনাহ্ আছে যা পরকালে জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত শাস্তি ভোগ বা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সে ব্যক্তি কোনো ভাবেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। এমন কিছু গুনাহ্ হলো:

■ ঈমান না আনা

জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টিকারী গুনাহ্ গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গুনাহ্ হলো ঈমান না আনা। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا تَدْخُلُوانَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا

"তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" [সহিহ মুসলিম, হা/৫৪]।

■ আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা

আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

"যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো দেখবেন। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" (যুমার : ৬০)।

■ যে কথায় আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা

যে কথায় আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা হারাম ও কবিরা গুনাহ্। বিলাল্ বিন্ 'হারিস্ মুযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ

"তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট হোন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছুবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর সন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। আবার তোমাদের কেউ কখনো এমন কথাও বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হোন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছুবে; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন"।(তিরমিযী ২৩১৯; ইব্নু মাজাহ্ ৪০৪০; আহমাদ ৩/৪৬৯; হা'কিম ১/৪৪-৪৬; ইব্নু হিববান ২৮০; মা'লিক ২/৯৮৫)।

■ আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করা

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাও গুরুতর একটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْـخَاسِرُوْنَ

"তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্তুত: একমাত্র ক্ষতিগ্রস্তরাই আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নি:শঙ্ক হতে পারে"। (সূরা আ'রাফ : ৯৯)।

■ আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়া

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হওয়াও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَلَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই আল্লাহ্ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে"। (সূরা ইউসুফ : ৮৭)।

■ রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা

রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা ভয়ানক একটি অপরাধ। যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।" (বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২)।

■ রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা)

রিয়া (الرياء) অর্থ প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনেচ্ছা। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে। রিয়া হলো ছোট শিরক। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত ধ্বংস ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। মাহমূদ ইবন লাবীদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

"আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ্ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখো তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!" (আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪২৮-৪২৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২)।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ 'রিয়া'। কুরআন-হাদীসে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়। [মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩–১৫১৪ কিতাবুল ইমারাহ, বাবু মান কাতালা লিররিয়া)]। [৭.১].

■ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনো ভাবে কষ্ট দেয়াও জান্নাতে বাধা সৃষ্টিকারী আরেকটি কবিরা গুনাহ্। যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে সত্যিকারের মু'মিন নয়। আবূ শুরাইহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্'র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহ্'র রাসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"। (বুখারী ৬০১৬)।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"। (মুসলিম ৪৬)

■ অহংকার করা

অহংকার একটি মারাত্মক ব্যাধি। হাদিসের পরিভাষায় অহংকার হলো- 'সত্যকে অস্বীকার করা; মানুষকে হেয় করা।' নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় জানা এবং অন্যকে তুচ্ছ-নিকৃষ্ট মনে করাই অহংকার। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [মুসলিম, হা/৯১]।

■ চোগলখোরী ও পরনিন্দা করা

চোগলখোরী ও পরনিন্দা করা ভয়াবহ কবিরা গুনাহ্। ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বর্ণনা করাকে চোগলখোরী বলে। আর, কোনো ব্যক্তির অজান্তে তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করাকে বলা হয় গীবত না পরনিন্দা। যদিও উক্ত দোষ তার মাঝে বর্তমান থাকে। চোগলখোর আর গীবতকারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, চোগলখোরের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর ইচ্ছা থাকে। আর গীবতকারীর মধ্যে তা থাকা শর্ত নয়। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান-ধারণা পরিত্যাগ করো; কারণ কোনো কোনো অনুমান-ধারণা পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত : ১২)।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ قَتَّاتٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَمَّامٌ.

“চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। (বুখারী ৬০৫৬; মুসলিম ১০৫)।

■ আত্মহত্যা করা

আত্মহত্যা মানে নিজ হাতে নিজের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানো। ইসলামে আত্মহত্যার শাস্তি ভয়াবহ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهْوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِى يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ ، يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানে সর্বদা উপর থেকে নিচে নিক্ষিপ্ত হতেই থাকবে অনন্তকাল। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে বিষ হাতে নিয়ে সদা-সর্বদা তা ঢকঢক করে পান করতেই থাকবে অনন্তকাল ধরে। যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে সে জাহান্নামের আগুনে ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজের পেট ওফাড়-ওফাড় করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।” [সহিহ বুখারি, হা/৫৪৪২ ও সহিহ মুসলিম, হা/১০৯]।

■ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুরুতর একটি অপরাধ। যা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম এক কারণ। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [সহিহ মুসলিম, হা/২৫৫৬]।

■ হারাম উপার্জন ও ভোগ করা

ইসলামে হারাম উপার্জন ও ভোগ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হারাম উপার্জন ও ভোগের ফলে পরকালীন কঠিন শাস্তির সাথে সাথে এর কারণে মানুষের হৃদয় কঠোর হয়, ঈমানী নূর নষ্ট হয়, আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত হয়। দু'আ কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

‘হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পাক-পবিত্র ছাড়া কিছুই কবুল করেন না। আর আল্লাহ্‌ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রসূলদেরকে দিয়েছিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করেছে, ধূলাধূসরিত, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, হস্তযুগল আকাশপানে উত্তোলন করে দু‘আ করে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ সবই হারাম। এমনকি সে হারাম দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। সুতরাং তার দু‘আ কিভাবে কবুল করা হবে’? [সহীহ মুসলিম হা/১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০, আহমাদ হা/৮৩৩০]।

অন্য হাদিসে রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

“হারাম অর্থের মাধ্যমে (যে শরীরে) মাংস বৃদ্ধি পেয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি হারাম অর্থ ও অবৈধ উপার্জন দ্বারা দেহ গঠন করেছে জাহান্নামের আগুনই তার প্রাপ্য।)” [আহমদ, ইবনে হিব্বান। তাখরীজ। সহিহ-মিশকাতুল মাসাবিহ, আলবানি, হা/২৭০৩]।

■ উপকার করে খোঁটা দানকারী

উপকার করে খোঁটা দেওয়া মারাত্মক কবিরা গুনাহ্‌। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মতো, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়লো, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেললো। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ্‌ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না। (সূরা বাকারা : ২৬৪)।

■ মদ্যপান অথবা যে কোনো মাদকদ্রব্য সেবন

যে সকল বস্তু সেবনে(চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেয়া কিংবা ইন্জেকশন গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদকদ্রব্য বলে। ইসলাম মদ সহ সকল প্রকার মাদক তথা নেশাদার দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা কুর‘আন মাজীদের মধ্যে মদ্যপান তথা যে কোনো নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌’র স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে গাফিল করতে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

"হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" (সূরা মায়িদাহ্ : ৯০-৯১)।

■ গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনা

গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাও হারাম কাজ এবং কবিরা গুনাহ্। আবূ মা'লিক আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ وَالْـحَرِيْرَ وَالْـخَمْرَ وَالْـمَعَازِفَ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় অবশ্যই জন্ম নিবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড়, মদ্য পান ও বাদ্যকে হালাল মনে করবে"। (বুখারী ৫৫৯০)।

বর্তমান যুগে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কার, গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সরগরম বাজার, আধুনিক সুরের রকমফের, গানের ভাষা ও ইঙ্গিতের ভয়ানকতা ব্যাপারটিকে আরো বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আর কারোর সামান্যটুকু সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না। উপরন্তু গান হচ্ছে ব্যভিচারের প্রথম ধাপ এবং গান মানুষের মধ্যে মুনাফিকীরও জন্ম দেয়।

■ জাদুর বৈধতায় বিশ্বাসকারী

জাদুর বৈধতায় বিশ্বাসকারী ব্যক্তির শাস্তি খুবই ভয়াবহ। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَمْسٌ ، مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ ، وَلا قَاطِعُ رَحِمٍ ، وَلا مَنَّانٌ ، وَلا كَاهِنٌ

"পাঁচ শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না: মাদকাসক্ত, জাদুর বৈধতায় বিশ্বাসী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, উপকার করে খোঁটা দানকারী এবং গণক।" [মুসনাদে আহমদ, হাসান-আলবানি]।

■ গণক

গণক এমন লোককে বলা হয়, যে অনুমানের ওপর নির্ভর করে ভিত্তিহীন বিষয়ের অনুসন্ধান করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"বলুন, আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া গায়েবের সংবাদ অন্য কেউ জানে না।" (সূরা আন-নামল : ৬৫)।

নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করলো, সে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ বিষয় (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর সাথে কুফুরী করলো।" (তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাহ)।

■ তাকদির (ভাগ্যের লিখন) অস্বীকারকারী

তাকদির বা ভাগ্য অস্বীকার করা ভয়ানক কবিরা গুনাহ্। আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ছয় ব্যক্তিকে আমি লানত করি, আল্লাহ্ তা'আলা লানত করেন এবং প্রত্যেক নবী লানত করেছেন। (তারা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাবে সংযোজনকারী, তাকদির মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, শক্তি দ্বারা ক্ষমতা দখলকারী, যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অপদস্থ করেছেন তাকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ্ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপদস্থ করে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হালাল জ্ঞানকারী, আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যাদের আল্লাহ্ হারাম করেছেন তাদের হালাল জ্ঞানকারী ও আমার সুন্নাত পরিত্যাগকারী।' (তিরমিজি, হাদিস : ২১৫৪)।

■ ঋণ পরিশোধ না করা

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোনো ঋণগ্রস্ত মৃতের লাশ (জানাজার জন্য) নিয়ে আসা হলে জিজ্ঞেস করতেন, "সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে কি না?" যদি বলা হতো করেছে, তবে জানাজা পড়তেন। অন্যথায় (সাহাবিদেরকে) বলতেন,

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

"তোমরা তোমাদের সাথীর জানাজা পড়ে নাও।" (কিন্তু তিনি নিজে তাতে অংশ গ্রহণ করতেন না)। [সহিহ মুসলিম, হা/১৬১৯]।

■ মহিলা বেশ ধারী পুরুষ এবং পুরুষ বেশ ধারিণী মহিলা

ইসলামী শারী'আতে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন"। (সহীহ বুখারী; মিশকাত, হা: ৪৪২৯)।

■ দাইয়্যুস

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, মেয়ে ও পরিবারের নারীদের অবাধ চলাফেরা, অশালীন জীবনযাপন ও পাপপূর্ণ জীবনাচার মেনে নেয় এবং তাদের এসব গর্হিত কাজ করা থেকে বাধা দেয় না, তাকে ইসলামের পরিভাষায় দাইয়ুস বলা হয়। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلاثٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُّوثُ ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ

“তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইয়ুস এবং পুরুষ বেশধারী নারী।” (সহিহুল জামে-আলবানি, হা/৩৬৩)।

■ বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক, অহংকারী দরিদ্র

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

“আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়া দায়ক শাস্তি। তারা হলো, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক এবং অহংকারী দরিদ্র। (মুসলিম, হা/১০৭)।

■ কঠোর প্রকৃতি ও কটুভাষী লোক এবং যে ব্যক্তি মানুষের কাছে এমন বিষয় নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে বেড়ায় প্রকৃতপক্ষে যা তার নিকট নেই

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ ، وَلَا الْجَعْظَرِيُّ

“কঠোর প্রকৃতি ও কটুভাষী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (আবু দাউদ, হা/৪৮০১, সহিহ-আলবানি)।

■ মুয়াহিদ তথা মুসলিম সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভাবে বসবাসকারী অমুসলিমকে হত্যা করা

রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“যে ব্যক্তি কোনো মুয়াহিদ তথা মুসলিম সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভাবে বসবাসকারী কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।” (সহিহ বুখারি হা/৩১৬৬)।

■ বিশ্বাসঘাতক শাসক

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা জনসাধারণের শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, কিন্তু সে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বিশ্বাসঘাতক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।" (সহিহ মুসলিম, হা/১৪২)।

■ মানুষকে প্রহার করা, মহিলাদের পর্দাহীনতা

রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"দুই শ্রেণির মানুষ জাহান্নামে যাবে যাদের আমি এখনও দেখি নি। (অর্থাৎ নবি সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তাদের আত্মপ্রকাশ হয় নি)
১. এমন কিছু লোক যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মতো লাঠি। এরা তা দিয়ে জনগণকে প্রহার করবে।

২. এবং ঐ সকল উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ নারী যারা (নিজেদের চলাফেরা ও বেশ-ভূষায়) মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং নিজেরাও অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথায় উটের মত উঁচু এবং একপাশে ঝুঁকে থাকা চূড়ার মতো কেশ রাশি শোভা পাবে। এসমস্ত নারী জান্নাতে তো যাবেই না বরং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না অথচ এত এত দূর থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।" (সহিহ মুসলিম, হা/২১২৮)।

এ ছাড়া অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ্

[৮].

উপরে আলোচিত কবিরা গুনাহ্ গুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ্ আছে। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

■ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করাও ধ্বংসাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। এর কারণে কবরে শাস্তি পেতে হয়। আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আববাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَلَى إِنَّهُ كَبِيْرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

“একদা নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: এ দু'জন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাত দৃষ্টিতে কোনো বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্ততঃ উক্ত দু'টি গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের জন্য কোনো কষ্টকরই ছিলো না। তাদের এক জন নিজ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জন করতো না আর অপর জন মানুষের মাঝে চুগলি করে বেড়াতো। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছের একটি তাজা ডালকে দু' ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ্'র রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন এমন করলেন? রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হয়তো বা তাদের শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকাবে”। (বুখারী ২১৮; মুসলিম ২৯২)।

■ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা

কারোর উপর যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

“যারা স্বর্ণ-রুপা সংরক্ষণ করে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় একটুও ব্যয় করেনা তথা যাকাত দেয়না আপনি (রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন যে দিন জাহান্নামের আগুনে ওগুলোকে উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে: এ হচ্ছে ওসম্পদ যা তোমরা নিজের জন্যে সংরক্ষণ করেছিলে। সুতরাং তোমরা এখন নিজ সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ করো”। (তাওবাহ্ : ৩৪-৩৫)।

■ কোনো ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখা

শরীয়ত সম্মত কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা না রাখা একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আবূ উমামাহ্ বা'হিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِيْ، فَأَتَيَا بِيْ جَبَلًا وَعِرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَا أُطِيْقُهُ، فَقَالَا: سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعَدْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِيْ سَوَادِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

"আমি একদা ঘুমুচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় দু' ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে এক দুরতিক্রম্য পাহাড়ে নিয়ে গেলো। তারা আমাকে বললো: পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম: আমি উঠতে পারবো না। তারা বললো: আমরা পাহাড়টিকে আপনার আরোহণযোগ্য করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি পাহাড়টিতে উঠলাম। যখন আমি পাহাড়টির চূড়ায় উঠলাম তখন খুব চিৎকার শুনতে পেলাম। তখন আমি তাদেরকে বললাম: এ চিৎকার কিসের? তারা বললো: এ চিৎকার জাহান্নামীদের। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে সামনে এগুলো। দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোককে পায়ের গোড়ালির মোটা রগে রশি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হলো। তাদের মুখ চিরে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম: এরা কারা? তারা বললো: এরা ওরা যারা ইফতারের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে"। (নাসায়ী/কুবরা, হাদীস ৩২৮৬)।

■ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করা

সামর্থ্য বা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করা একটি গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَـمِيْنَ

"আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই উক্ত ঘরের হজ্ব করা ওদের উপর বাধ্যতামূলক যারা এ ঘরে পৌঁছুতে সক্ষম। যে ব্যক্তি (হজ্ব না করে) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করলো তার জানা উচিৎ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী"। (সূরা আ'লি ইমরান : ৯৭)।

■ বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামাজ পড়া

বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামাজ পড়া ভয়াবহ কবিরা গুনাহ্ ও হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَائِكَ يَدْخُلُوْنَ الْـجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا

"নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা নামাজ বিনষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির পূজারী হলো। সুতরাং তারা "গাই" নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করা হবে না"। (সূরা মারইয়াম : ৫৯-৬০)।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্, সা'ঈদ্ বিন্ মুসাইয়িব, 'উমর বিন্ আব্দুল আযিয, মাসরূক্ব ও অন্যান্যদের মতে উক্ত আয়াতে নামাজ বিনষ্ট করা বলতে ওয়াক্ত পার করে নামাজ পড়াকে বুঝানো হয়েছে। নামাজ তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়তে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْـمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

"নিশ্চয়ই নামাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মু'মিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে"। (সূরা নিসা' : ১০৩)।

■ মিথ্যা কসম খাওয়া

মিথ্যা কসম খাওয়াও একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

"কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া"। (বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০)।

■ মিথ্যা কথা বলা

মিথ্যা কথা বলা মারাত্মক একটি অপরাধ। 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْـجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের রাস্তা দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের রাস্তা। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং সর্বদা মিথ্যার অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়"। (মুসলিম ২৬০৭)।

■ জিনা-ব্যভিচার করা

জিনা-ব্যভিচার একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَـهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْـحَقِّ، وَلَا يَزْنُوْنَ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِـحًا، فَأُوْلَآئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে নেয়, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান : ৬৮-৭০)।

■ সমকামিতা

সমকামিতা (হোমোসেক্সুয়ালিটি) বা সমপ্রেম বলতে সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন আচরণ কে বুঝায়। সমকামিতা একটি মারাত্মক গুনাহ্'র কাজ। যার ভয়াবহতা কুফরের পরই। হত্যার চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম লূত্ব (আঃ) এর সম্প্রদায় এ কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন যা ইতিপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি তাদের উপরই উল্টিয়ে দিয়ে ভূমিতে তলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

"আর আমি লূত্ব (আঃ) কে নবুওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা কি এমন মারাত্মক অশ্লীল কাজ করছো যা ইতিপূর্বে বিশ্বের আর কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ কর্তৃক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়"। (আ'রাফ : ৮০-৮১)।

■ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা হারাম। 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ، وَلَنْ يَّفْعَلَ

"যে ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু'টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না"। (বুখারী ৭০৪২; তিরমিযী ২২৮৩)।

■ নিজেদের কথা অন্য কাউকে শোনাতে আগ্রহী নয় এরূপ লোকদের কথোপকথন যে ব্যক্তি গোপনে কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করে

নিজেদের কথা অন্য কাউকে শোনাতে আগ্রহী নয় এরূপ লোকদের কথোপকথন গোপনে কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করা মারাত্মক একটি অপরাধ। এর শাস্তি ভয়াবহ। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীর ছবি আঁকবে ক্বিয়ামাতের দিন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার না করা পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে। অথচ তার পক্ষে তাতে প্রাণ দেয়া অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বলবে তাকে যবের দানায় গিঠ দিতে বলা হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কওমের কথা কান লাগিয়ে শুনবে যারা তার থেকে ঐ কথা গোপন রাখতে চায়, ক্বিয়ামাতের দিন তার কানে উত্তপ্ত সিসা ঢালা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হা/ ৫০২৪)।

■ যে কোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কন

যে কোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করাও কবিরা গুনাহ্'র অন্যতম। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় চিত্রাঙ্কনকারীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْـمُصَوِّرُوْنَ

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে।" (বুখারী ৫৯৫০; মুসলিম ২১০৯)।

■ যে হিলা করে এবং যার জন্য হিলা করা হয়

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে চুক্তি ভিত্তিক বিয়ে করাকে হিলা বলে। ইসলামে এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ। রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ

"যে হিলা করে এবং যার জন্য করা হয় আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ হা/১৯৩৫)।

■ পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করা

পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করা ভয়ানক একটি অপরাধ। আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালের দরুন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছে। না তাকে কিছু খেতে দিয়েছে। না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকা-মাকড় টুকিয়ে খেতে পারে"। (বুখারী ২৩৬৫, ৩৩১৮)।

■ ঘুষ লেনদেন

ঘুষ লেনদেন করা অর্থাৎ ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহ্'র রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে বিচারকারীকে লা'নত করেন। আবূ হুরাইরাহ্ ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ الرَّاشِيْ وَالْـمُرْتَشِيْ فِيْ الْـحُكْمِ

“রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেন বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই”। (তিরমিযী ১৩৩৬, ১৩৩৭; আবূ দাউদ ৩৫৮০; ইব্‌নু মাজাহ্ ২৩৪২)।

■ কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত করা, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা/বিলাপ করা

কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত করা, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা বা বিলাপ করাও কবিরা গুনাহ্ সমূহের অন্যতম। এগুলো রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় কুফরি বলে আখ্যায়িত। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ، الطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْـمَيِّتِ

“মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা”। (মুসলিম ৬৭)।

■ জুয়া

জুয়া বলতে সে সকল খেলাকে বুঝানো হয় যাতে বাজি কিংবা হার জিতের প্রশ্ন রয়েছে। জুয়া যে ধরনেরই হোক না কেন তা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْـخَمْرُ وَالْـمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِيْ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?” (সূরা মা'য়িদাহ্ : ৯০-৯১)।

■ দাবা

দাবা খেলা আরেকটি হারাম কাজ। এতে করে জুয়ার প্রশস্ত পথ খুলে যায় এবং প্রচুর মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়। আবূ মূসা আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ ؛ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

“যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য হলো”। (আবূ দাউদ ৪৯৩৮; ইবনু মাজাহ্ ৩৮৩০)।

■ কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া অথবা তার সাথে লড়াই বা মারামারিতে লিপ্ত হওয়া

কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া অথবা তার সাথে লড়াই বা মারামারিতে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকি এবং তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরী কাজ।" **[৮.১].**

■ চুরি করা

যথাযথভাবে সংরক্ষিত কারোর কোনো জিনিস/মূল্যবান সম্পদ লুকায়িতভাবে নিয়ে নেওয়াকে চুরি বলে। চুরি এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটায়। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চুরি করা মারাত্মক অপরাধ এবং এর শাস্তি খুবই ভয়ানক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩৮)।

■ খেলার ছলে কোনো প্রাণীকে নিক্ষেপণ যোগ্য অস্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানানো

খেলার ছলে কোনো প্রাণীকে নিক্ষেপণ যোগ্য অস্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানানো মারাত্মক অপরাধ। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

« لعن الله من اتخذ شيئًا فيه روح غرضًا » . (رواه البخارى ومسلم).

"আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, যে জীবন্ত প্রাণীকে (তীর নিক্ষেপের) লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।"(আবূ দাউদ, হা/ ২৬৭৭)।

■ কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দানকারী

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ولعَنَ اللهُ مَن آوى مُحدِثًا

"যে ব্যক্তি কোনো অপরাধী বা দুষ্কৃতিকারীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।" [মুসলিম]

المحدث هو فاعل الجريمة

'মুহদিস' অর্থ: অপরাধ কারী।

■ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা হারাম। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ مَن ذبحَ لغيرِ اللَّهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (সহিহ মুসলিম, হা/ ৩৬৫৭)।

■ মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত খাওয়া

মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত খাওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَـحْمُ الْـخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، وَالْـمُنْخَنِقَةُ وَالْـمَوْقُوْذَةُ وَالْـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ، ذَلِكُمْ فِسْقٌ

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত, যে পশুকে যবাই করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নামে, যে পশুর গলায় ফাঁস পড়ে সে মারা গেছে, যে পশুকে ধারালো নয় এমন কোনো বস্তুর মাধ্যমে আঘাত করে মারা হয়েছে, যে পশু উঁচু কোনো স্থান থেকে পড়ে মারা গেছে, যে পশুকে অন্য কোনো পশু আঘাত করে বা গুঁতো দিয়ে মেরেছে, যে পশুকে অন্য কোনো হিংস্র পশু মেরে তার গোস্ত খেয়েছে, তবে এগুলোর মধ্য থেকে যে পশুকে তোমরা জীবিত পেয়ে যবাই করতে সক্ষম হয়েছো তা খেতে পারো, যে পশুকে মূর্তি (বা কোন পীরের) আস্তানায় যবাই করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু তীরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ। তোমাদের এ সকল কর্মকান্ড সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ"। (মা'য়িদাহ্ : ৩)।

■ নিজের পিতা ব্যতিরেকে অন্যকে পিতা বলে দাবী করা

নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া (যদিও তা শুধু কাগজপত্রে এবং যে কোনো কারণেই হোক না কেন) হারাম ও কবিরা গুনাহ্। সা'আদ্ বিন্ আবী ওয়াক্কাস এবং আবূ বাকরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْـجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয়; অথচ সে জানে যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার পিতা নয় তা হলে জান্নাত তার উপর হারাম হয়ে যাবে"। (বুখারী ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৬৭৬৬; মুসলিম ৬৩)।

■ চেহারায় দাগ দেয়া, সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে **চেহারার কেশ উঠানো (অথবা ভ্রু চিকন করা), নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা**

চেহারায় দাগ দেয়া, সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে চেহারার কেশ উঠানো (অথবা ভ্রু চিকন করা), নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করাও মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْـمُوْتَشِمَاتِ وَالْـمُتَنَمِّصَاتِ وَالْـمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْـمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে মহিলাকে যে অপরের চেহারা দাগে এবং যে অপরকে দিয়ে নিজ চেহারা দাগ করায়, যার চেহারার(সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে) কেশ উঠানো হয়(অথবা ভ্রু চিকন করে)এবং যে মহিলা সৌন্দর্যের জন্য সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত গঠন পরিবর্তন করে"। (বুখারী ৪৮৮৬, ৫৯৩১, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮; মুসলিম ২১২৫)।

আবূ হুরাইরাহ্, আয়েশা, আস্মা' ও 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْـمُسْتَوْصِلَةَ

"আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযুক্তকারিণী মহিলাকে এবং যার জন্য তা করা হয়েছে তাকেও"। (বুখারী ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭, ৫৯৪২; মুসলিম ২১২২, ২১২৩, ২১২৪)।

উল্লেখ্য যে, কোনো নারীর মুখে যদি মোচ-দাড়ি গজায় বা ঠোঁটের তলদেশে পশম গজায় তাহলে তা তুলে ফেলা দোষণীয় নয়। কারণ এগুলো তার জন্য কষ্টদায়ক।-অনুবাদক।

■ জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لعنَ اللَّهُ من غيَّرَ مَنارَ الأرضِ

"যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা পরিবর্তন করবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (মুসলিম ১৯৭৮; আহমাদ ২৯১৩; 'হা'কিম ৪/১৫৩)। এখানে সীমানা পরিবর্তন অর্থ হচ্ছে, জমির আইল চেপে সীমানা নষ্ট করা। বা কারো জমি আত্মসাৎ করে নিজের জমির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। এদের শাস্তি সম্পর্কে হাদিসে আছে, (২২৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল ক'রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক (স্তর) যমীনকে (বেড়িস্বরূপ) তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।" (বুখারী ২৪৫৩,৩১৯৫, মুসলিম ৪২২২)।

■ মদ প্রস্তুত ও প্রচারে অংশগ্রহণ করা

মদ প্রস্তুত ও প্রচারে অংশগ্রহণ করা গুরুতর অপরাধ। আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لعن اللهُ الخمرَ وشاربَها وساقِيَها وبائعَها ومبتاعَها وعاصرَها ومعتَصِرَها وحاملَها والمحمولةَ إليه

“মদ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে নিজে (ফল-ফলাদি থেকে মদ তৈরির উদ্দেশ্যে) রস নিংড়ায় অথবা অন্যের নিকট নিংড়িয়ে নেয়, মদ্যপায়ী, মদ বহনকারী, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, বিক্রয় মূল্য ভক্ষণকারী, ক্রেতা এবং যার জন্যে ক্রয় করা হয়।” (জামে আত-তিরমিযি হা/ ১২৯৫)।

■ শরীরে ট্যাটু (উল্কি) অংকন করা

শরীরের কোনো অংশে ট্যাটু অংকন করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। হাদিসে আছে, ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

“যে নারী মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোগ করে দেয় আর যে করে নেয় এবং যে মহিলা (অথবা পুরুষ) শরীরে ট্যাটু বা উল্কি অংক করে দেয় এবং করে নেয় (বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ার উপর খোদায় করে সৌন্দর্য বর্ধক বিভিন্ন চিহ্ন অংকন করে) তাদের সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ।” **[৮.২].**

■ কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো

কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম ও কবিরা গুনাহ্। নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে লা’নত (অভিশাপ) দিয়েছেন। ‘আয়েশা ও ইবনে ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا

‘‘যখন রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি চেহারা খুলে বললেন: ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার লা’নত; তারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো। এ কথা বলে নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উম্মতকে সে কাজ না করতে সতর্ক করে দিলেন’’। (বুখারী ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪; মুসলিম ৫৩১)।

নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর মসজিদ বানানোর ব্যাপারে লা’নত ও নিন্দা করেছেন এবং তিনি তা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধও করেছেন। জুন্দাব্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

''তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বুযুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি''। (মুসলিম ৫৩২)।

■ পথিককে পানি না দেওয়া

নিজের কাছে পানি থাকা সত্বেও পথিককে পানি না দেয়া মারাত্মক অপরাধ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ، ولا ينظرُ إليهِم، ولا يزَكِّيهم، ولَهُم عذابٌ أليمٌ: رجلٌ على فَضلِ ماءٍ بالفلاةِ يمنعُهُ ابنَ السَّبيلِ

"কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে (গুনাহ্ থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়া দায়ক শাস্তি। এদের মধ্যে একজন হলো, জন মানবহীন প্রান্তরে যার কাছে অতিরিক্ত পানি রয়েছে তথাপি (পিপাসার্ত) মুসাফির বা পথচারীকে তা দিলো না।" (মুসলিম)।

■ মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা, পুরুষদের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা

মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা, পুরুষদের টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আবূ যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَـهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!؟ قَالَ: الْـمُسْبِلُ، وَالْـمَنَّانُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: الْـمَنَّانُ الَّذِيْ لَا يُعْطِيْ شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالْـمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْـحَلِفِ الْكَاذِبِ

''তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো তিন বার বলেছেন। আবূ যর (রাঃ) বলেন: তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্'র রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম! রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: টাখনু বা পায়ের গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী(পুরুষদের), কাউকে কোনো কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য সাপ্লাইকারী''। (মুসলিম ১০৬)।

■ মুসলিম শাসকের সাথে কৃত বাইআত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করা

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ❝তিন প্রকারের লোকের সাথে মহান আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্য রয়েছে শক্ত আযাব। ঐ ব্যক্তি যার নিকট নির্জন প্রান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও মুসাফিরকে তা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ্ তাকে বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে আমার অতিরিক্ত (রহমত) থেকে বঞ্চিত করবো, যেমন তুমি তোমার বিনা পরিশ্রমে অর্জিত অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্চিত করেছো এবং সেই ব্যক্তি যে আসরের পর কোনো ব্যক্তিকে তার সামগ্রী বিক্রয় করে। আল্লাহর কসম খেয়ে বলে আমি এটা এই এই দামে ক্রয় করেছি। ক্রেতা তার কথা সত্য মনে করে তার কাছ থেকে পণ্য খরিদ করে অথচ সে সত্য নয়। আর সেই ব্যক্তি যে কোনো মুসলিম ইমামের (রাষ্ট্রপরিচালকের) হাতে কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যেই বাইআত (অঙ্গীকার) করলো; সে যা চায় যদি তাকে তা দেওয়া হয় তো অঙ্গীকার পূরণ করে, আর না দিলে ভঙ্গ করে❞। (বুখারী হা/৭২১২, মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, নং২৯৭)।

■ ডাকাতি করা

রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَن حَملَ علَينا السِّلاحَ فلَيسَ منَّا

"যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (বুখারি ও মুসলিম)।

■ গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করা

গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করা মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إنِّي رَأَيْتُهُ في النَّارِ في بُرْدَةٍ غَلَّها، أَوْ عَباءَةٍ

"আমি তাকে একটি চাদর বা আলখাল্লা আত্মসাতের কারণে জাহান্নামের আগুনে প্রজ্বলিত হতে দেখেছি।" (বুখারি ও মুসলিম)।

■ স্ত্রীর পায়ুপথে যৌন ক্রিয়া করা, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা

স্ত্রীর পায়ুপথে যৌন ক্রিয়া করা, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা মারাত্মক অপরাধ। 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى، يَعْنِيْ الرَّجُلَ يَأْتِيْ اِمْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا

"সেটি হচ্ছে ছোট সমকাম। অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্ত্রীর পায়ুপথ ব্যবহার করা"। (আহমাদ ৬৭০৬, ৬৯৬৭, ৬৯৬৮;)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

“যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোনো মহিলার পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয় সে মুহাম্মাদের (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করে”। (তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৫৫১)।

■ **যুলুম, অত্যাচার ও কারোর উপর অন্যায় মূলক আক্রমণ করা**

অন্যের উপর যে কোনো ভাবে যুলুম, অত্যাচার অথবা অন্যায় মূলক আক্রমণ হারাম ও কবিরা গুনাহ্। কাউকে মারা, হত্যা করা, আহত করা, গালি দেয়া, অভিসম্পাত করা, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, দুর্বলের উপর হাত উঠানো চাই সে হোক নিজের কাজের ছেলে কিংবা নিজের কাজের মেয়ে অথবা নিজ স্ত্রী-সন্তান; তেমনিভাবে জোর করে কারোর কোনো অধিকার হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি যুলুমেরই অন্তর্গত। আল্লাহ্ তা'আলা যালিমদের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْـمُهْلِ يَشْوِيْ الْوُجُوْهَ، بِئْسَ الشَّرَابُ، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

‘‘আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্ত্তত রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানি চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি। যা তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দিবে। এটা কতোই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং সে জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্ট আশ্রয়’’। (সূরা কাহফ : ২৯)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

”অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল!” (সূরা শু'আরা' : ২২৭)।

■ **অস্ত্রের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা**

কারোর দিকে দা, ছুরি বা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْـمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ

‘‘কেউ নিজ কোনো মুসলিম ভাইয়ের দিকে লোহা জাতীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করলে ফেরেশতারা তাকে লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদিও উক্ত ব্যক্তি তার সহোদর ভাইই হোক না কেন’’। (মুসলিম ২৬১৬)।

■ **হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা**

মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করাও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْـحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ

“আর যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছে করবে আমি তাকে আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি”। (সূরা হাজ্জ : ২৫)।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আব্বাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِيْ الْـحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْـجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ

“তিন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট। হারাম শরীফের সম্মান ক্ষুণ্ণকারী, মুসলিম হয়ে জাহিলিয়্যাতের মত ও পন্থা অন্বেষণকারী এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করতে আগ্রহী”। (বুখারী ৬৮৮২)।

■ <u>কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা</u>

যে কোনো ভাবে কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাও মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

وَلَا يَحِيْقُ الْـمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ

“কূট ষড়যন্ত্র একমাত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই বেষ্টন করে নেয়”। (সূরা ফাত্বির : ৪৩)

ক্বাইস্ বিন্ সা’দ্ ও আনাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْـمَكْرُ وَالْـخَدِيْعَةُ فِيْ النَّارِ

“ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ”। (ইব্নু ‘আদি’ ২/৫৮৪ বায়হাক্বী/শু‘আবুল্ ঈমান ২/১০৫/২; হা’কিম ৪/৬০৭)।

■ <u>সোনা বা রুপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা</u>

সোনা বা রুপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা আরেকটি কবিরা গুনাহ্। উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوَ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

“যে ব্যক্তি সোনা বা রুপার আসবাবপত্রে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়”। (বুখারী ৫৬৩৪; মুসলিম ২০৬৫)।

■ <u>কোনো পুরুষের স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা</u>

কোনো পুরুষের জন্য স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা হারাম ও কবিরা গুনাহ্‌। আবূ মূসা আশ্‌'আরী, 'আলী ও আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْـحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

"সিল্ক ও স্বর্ণ আমার পুরুষ উম্মতের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে মহিলাদের জন্য"। (তিরমিযী ১৭২০ ইব্‌নু মাজাহ্‌, ৩৬৬২, ৩৬৬৪)।

■ সাহাবীদের গালমন্দ করা

সাহাবাদেরকে গালি দেয়া মারাত্মক একটি অপরাধ। আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় উহুদ্‌ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না"। (মুসলিম ২৫৪০)।

■ নামাজরত অবস্থায় মুসল্লির সামনে দিয়ে গমন করা

কোনো নামাজীর সামনে দিয়ে চলা হারাম। আবূ জুহাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَوْ يَعْلَمُ الْـمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْـمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَّقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ: لَا أَدْرِيْ قَالَ: أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

"যদি নামাজীর সামনে দিয়ে হাঁটা ব্যক্তি জানতে পারতো তার কতটুকু গুনাহ্‌ হচ্ছে তা হলে তার জন্য চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম বলে বিবেচিত হতো নামাজীর সামনে দিয়ে হাঁটার চাইতে। হাদীস বর্ণনাকারী আবুন্‌ নায্‌র বলেন: আমি সঠিকভাবে জানি না চল্লিশ দিন না কি মাস না কি বছর"। (মুসলিম হা/ ৫০৭)।

■ মনিবের নিকট থেকে কৃতদাসের পলায়ন

রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ مِن مَوَالِيهِ فقَدْ كَفَرَ حتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ

“যে দাস তার মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করে সে কুফরী করবে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।” (মুসলিম)।

■ সমাজে কোনো বিদআত বা কুসংস্কার চালু করা

সমাজে কোনো বিদআত কিংবা কুসংস্কার চালু করা অথবা এগুলোর দিকে কাউকে আহবান করাও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। জারীর বিন্ 'আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

''যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো বিদআত কিংবা কুসংস্কার চালু করলো সে কুসংস্কারের গুনাহ্ তো তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে উপরন্তু যারা তার পরবর্তীতে উক্ত গুনাহ্ করবে তাদের সকলের গুনাহও তাকে বহন করতে হবে অথচ তাদের গুনাহ্ এ কারণে এতটুকুও কম করা হবে না''। (মুসলিম ১০১৭)।

■ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করা

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ঐ ব্যক্তি বিবেচিত হবে, যে একান্ত নিভৃতে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয় এরপর তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়।” (সহিহ মুসলিম)।

■ পবিত্র মদিনায় কোনো অপকর্ম বা দুষ্কৃতি করা অথবা কোনো দুষ্কৃতিকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া

পবিত্র মদিনায় কোনো অপকর্ম বা দুষ্কৃতি করা অথবা কোন দুষ্কৃতিকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। এর শাস্তি ভয়াবহ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فمَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه يَومَ القِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ

“মদিনা হলো, হারাম (তথা পবিত্র বা নিষিদ্ধ) নগরী। যে ব্যক্তি এতে কোনো দুষ্কৃতি করে বা কোনো দুষ্কৃতিকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না।” (সহিহ বুখারি)।

■ কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিমকে নিরাপত্তা দিলে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، فمَن أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه يَومَ القِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ

"মুসলিমদের আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি অভিন্ন প্রতিশ্রুতি বলে বিবেচিত হবে-যা বাস্তবায়নে সর্বনিম্ন ব্যক্তিও চেষ্টা করবে। সুতরাং কেউ কোনো মুসলিমের সাথে এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করলে (অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিমকে নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দেয় আর তা যদি অন্য কোনো মুসলিম ভঙ্গ করে তাহলে) তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা মণ্ডলী এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন তার ফরজ ও নফল কোনো ইবাদতই কবুল করা হবে না।" (বুখারি ও মুসলিম)।

■ আল্লাহর ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করা

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قالَ: واللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ، وأنَّ اللَّهَ تَعالَى قالَ: مَن ذا الذي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أنْ لا أغْفِرَ لِفُلانٍ، فإنِّي قدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ، وأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، أوْ كما قالَ

"জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলো, যে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেনা। তার এ মন্তব্য শুনে আল্লাহ্ তাআলা বললেন, "এমন কে আছে যে অনাধিকারভাবে আল্লাহর উপর বাড়িয়ে কথা বলে যে, তিনি উমুককে ক্ষমা করবেন না। আমি ঐ লোক কে ক্ষমা করে দিলাম আর তোমার সমস্ত আমল বাতিল করে দিলাম।" (সহিহ মুসলিম হা/২৬২১)।

■ জুমার নামাজ পরিত্যাগ করা

জুমার নামাজ পরিত্যাগ করা গুরুতর একটি অপরাধ। এর শাস্তি খুবই কঠিন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর বলেছেন যে, "কতক সম্প্রদায় তাদের জুমুআহ ত্যাগ করা হতে অতি অবশ্যই বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহ্‌র মেরে দেবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" **(**মুসলিম, সহীহ ৮৬৫ নং, ইবনে মাজাহ্, সুনান**)।**

■ যে কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোনো পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

যে কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোনো পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা আরেকটি কবিরা গুনাহ্ ও হারাম। রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

''যে মহিলা কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে বেগানা কোনো পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো; যেন তারা তার সুগন্ধি গ্রহণ করতে পারে তা হলে সে সত্যিই ব্যভিচারিণী''। (সা'হী'হুল্ জা'মি' ২৭০১)।

■ যে নারীর প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْـمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

''কোনো পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফেরেশতারা তার উপর লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়''। (বুখারী ৩২৩৭; মুসলিম ১৪৩৬)।

■ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবদান অস্বীকার করা এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেওয়া

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবদান অস্বীকার করা এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেওয়া কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আব্দুল্লাহ্ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

"হে নারীগণ! তোমরা দান-সদকা করো। বেশি বেশি করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি জাহান্নামে তোমাদের অধিকহারে দেখেছি। এ কথা শোনার পর উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাদের কেন এ অবস্থা? কেন জাহান্নামে আমরা বেশি সংখ্যায় যাবো? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা স্বামীর প্রতি বেশি অকৃতজ্ঞ ও অভিশাপ দাও বেশি"। [সহিহ মুসলিম হা/১৪৪, (ই.ফা. ১৪৫; ই.সে. ১৪৯-১৫০)]।

মানবজীবনে কবিরা গুনাহের কুপ্রভাব

[৯].

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুনাহের, কবিরা গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। আমরা নিয়মিত গুনাহ্ করে যাচ্ছি। অথচ এসব গুনাহ্ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে। কবি আবূ ফারাস আল হামদানী বলেছেন :

عرفت الشَّرَّ لا للشَّر ... لكن لتوقِّيهِ

ومن لا يعرف الشَّرَّ ... من النَّاس يقع فيهِ

আমি খারাপকে চিনেছি, খারাপ কিছু করার জন্য নয় বরং খারাবী থেকে বাঁচার জন্য; আর যে মানুষ খারাপকে চিনবে না সে তাতে পতিত হবে।" [আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ)]।

কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই গুনাহগুলো আমাদের জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। গুনাহ্ থেকে বাঁচার অনুভূতি মনের মধ্যে তৈরি করার জন্য গুনাহের কুপ্রভাব জানা জরুরি। গুনাহ্, কবিরা গুনাহের কিছু কুপ্রভাব নিচে বর্ণনা করা হলো:

■ জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি'আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ্ এই নি'আমত তুলে নেন। অনেকে বিভ্রান্ত হোন যখন দেখেন, কোনো গুনাহগারকেও আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি দান করেন। এটা কেন? এর উত্তর জানতে নিচের আয়াত দু'টি পড়ুন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْٓ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ -175 وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 176

"আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ করো, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমূহ বর্ণনা করো, যাতে তারা চিন্তা করে।" (সূরা আল আ'রাফ : ১৭৫-১৭৬)।

ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ففي الآية دليل على أنه ليس كل من آتاه الله العلم فقد رفعه به، إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إتيانه

"এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।"

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ কোনো গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না। বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জনের ও জ্ঞানানুযায়ী ‘আমলের কোনো বিকল্প নেই। সকল মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি।

■ রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের কুপ্রভাব গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া। গুনাহ্ করলে তা গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه

“দু‘আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।” **(৯.১).**

■ আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া

গুনাহের কুপ্রভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করা কঠিন মনে হতে থাকে। গুনাহগার ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীলতার চর্চায় সুখ লাভ করে এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের আনুগত্য একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ্ অর্জন করতে থাকলে আল্লাহর আনুগত্য করতে মন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

■ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা আর আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতোই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আ-মীন)। গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দু'টি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।

■ গুনাহ্ অন্তরকে গাফিল করে দেয়, অন্তর মরে যায় ও অপমানিত হয়

গুনাহ্ অন্তরকে গাফিল করে দেয় যার ফলে অন্তর মরে যায়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ। সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ্। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। আল্লাহর ভালোবাসা পেলে যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়। ইমাম ‘আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

"আমি দেখেছি গুনাহ্ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ্ পরিত্যাগ করা অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।"

■ পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া

মানুষের গুনাহের কারণে দুনিয়াতে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় হতে পারে স্থলভাগে, হতে পারে জলভাগে (সাগর-নদীতে), হতে পারে আকাশে, হতে পারে ফল-ফসলে, হতে পারে বাসস্থানে। এই বিপর্যয়ের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ্ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা আর্ রূম : ৪১)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا ، بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ# إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, "হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোনো জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।" (সুনান ইবনু মাজাহ/৪০১৯, হাদীসটির সনদ হাসান)।

■ সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্বিক রোগে ভোগা

গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। যখন কেউ গুনাহ্ করে তখন সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। আর যে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মৃত্যু চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে আসে। সে মৃত্যুকে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। আর মৃত্যুকে ভয় পাবার কারণে সে ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। এভাবে সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা পর্যায়ে তাকে ‘‘ভয়রোগ’’ গ্রাস করে ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোনো সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না।

■ মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া

গুনাহের প্রভাবে মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও ‘আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও ‘আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِى قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

‘‘অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ‘আল ওয়াহ্ন’ কী? তিনি (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (সুনান আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৯)।

■ লজ্জা-শরম কমে যাওয়া

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

‘‘যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।’’ (বুখারী, হা/৬১২০)। অর্থাৎ, লজ্জাহীন মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন সে বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যত্র বলেছেন:

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" (বুখারী, হা/৯)।

■ আল্লাহর নি'আমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়। 'আলী রা: বলেন,

إذا كنت في نعمة فارعها.....فإن الذنوب تزيل النعم

"যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ্ নি'আমতকে দূর করে দেয়।"

■ গুনাহের কারণে গুনাহগার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হয়

কোনো এক পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন,

إني لأعصي الله ، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي

"আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই তখন তার কুপ্রভাব আমি আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচার-আচরণে দেখতে পাই।"

■ দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহগার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায় পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মুত্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় তখন আল্লাহ্ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ্ কখনো কখনো পরীক্ষাও করেন।

■ গুনাহ্ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয়

গুনাহ্ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয়। অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহগারও যখন গুনাহ্ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ্ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ্'আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বুঝতেই পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোনো কিছুকেই গুনাহ্ মনে করে না। সবকিছুকেই বৈধ ও সঠিক কাজ মনে করে।

■ গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায়

নিয়মিত গুনাহ্ করতে থাকলে গুনাহ্ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়। ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না। তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়। তাকে গুনাহের কাজ করতে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কাছে কিছুই মনে হয় না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না।

■ গুনাহ্ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়

গুনাহ্ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ্ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। আরো বেশি গুনাহ্ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। সে দিনরাত গুনাহ্ করতেই থাকে। আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

গুনাহ্ মাফের উপায়সমূহ

[১০].

গুনাহ্ মাফের যতো গুলো উপায় কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো;

■ ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

আরবী শব্দ 'ইস্তিগফার' (الإستغفار) শব্দের অর্থ ক্ষমা চাওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দু'আ ও তাওবাহ্ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে 'ইস্তিগফার' বলা হয়। পাপ মোচনের প্রথম মাধ্যম হলো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন্ নিসা : ১০৬)।

■ মু'মিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

যে কোনো মু'মিন ব্যক্তি নিজে নিজে দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা যেমন কবূল করেন তেমনি কোনো মু'মিন অপর কোনো মু'মিনের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে বা দু'আ করে তাহলে তাও আল্লাহ্ কবূল করেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। নিম্নের আয়াতের বাস্তবায়ন তিনি করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"হে নাবী! তুমি নিজের জন্য এবং মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।" (সূরা মুহাম্মাদ : ১৯)।

■ খাঁটি তাওবাহ্ করা

তাওবাহ্ করা মানে ফিরে আসা। তাই তাওবাহ্ করতে হবে খাঁটি, বিশুদ্ধ ও সত্যিকারের তাওবাহ্। মহান আল্লাহ্ বান্দাকে সত্যিকারের তাওবাহ্ করতে বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর, খাঁটি তাওবা।" (সূরা আত্ তাহরীম : ৮)।

'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ''তাওবাতুন্ নাসূহ''-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে,

اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ أَنْ يَّتُوْبَ مِنَ الذَّنْبِ ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ إِلَيْهِ ، كَمَا لَا يَعُوْدُ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ

"তাওবাতুন্ নাসূহ" হলো গুনাহ্ থেকে এভাবে ফিরে আসা যাতে আর কখনো সেদিকে ফিরে না যায় যেমনিভাবে দুধ দোহন করার পর আর তা ফিরিয়ে দেয়া যায় না।" **[১০.১].**

কৃত গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে তার জন্য লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করে যে তাওবাহ্ করা হয় তাকেই "তাওবাতুন্ নাসূহ" বা সত্যিকারের তাওবাহ্ বা খাঁটি তাওবাহ্ বলে।

■ বেশি বেশি দু'আ করা

দু'আ সকল মুসিবতের সবচেয়ে শক্তিমান প্রতিষেধক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করতে চায়, তার উচিত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বেশি বেশি দু'আ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মুমিন: ৬০)।

■ মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি ফেলা

গুনাহ্ তো এই চোখ দ্বারাই বেশি হয় এবং নির্জনে বেশি হয়। সুতরাং নির্জনে কিছু চোখের পানিও ফেলতে হবে। এটা সাধারণ দু'আ থেকে স্পেশাল। রসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিসে বলেছেন,

لا يلِجُ النَّارَ رجُلٌ بَكَى مِن خشيَةِ اللَّهِ حتَّى يَعودَ اللَّبنُ في الضَّرعِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব। (জামি' তিরমিযী ২৩১১)।

■ মুজাহাদা বা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

এক দিনে কিংবা এক রাতে গুনাহ্ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠা যাবে; এ ধারণা ভুল। বরং এর জন্য কষ্ট করতে হবে, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাতে হবে। কোনো ব্যক্তি গুনাহ্ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক; এটা তখনই বুঝা যাবে যখন এ ব্যাপারে তার চেষ্টা অব্যাহতভাবে পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা আনকাবুত : ৬৯)।

■ ইসলামী দন্ড ভোগ করা

কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি কোনো দন্ডযোগ্য অপরাধ করে ফেলে আর তারপর যদি তার এই অপরাধের যথাযথ বিচার হয় এবং বিচারের রায় অনুযায়ী তার ওপর দন্ড বা শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে তার এই শাস্তি প্রাপ্তিই তার অপরাধের কারণে যে গুনাহ্ হয়েছে তা মাফ করিয়ে দেবে। যেমন, 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত হতে বর্ণিত বায়'আত সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه

"আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফফারাহ্।" (সহীহুল বুখারী : ৪৮৯৪, সহীহ মুসলিম : ৪৫৫৮, শব্দ বুখারীর)।

■ কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা

গুনাহ্ মাফের অন্যতম উপায় হলো কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা। কবিরা বা বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকলে বান্দার অন্যান্য ছোট ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিবেন এবং সম্মানীত স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ

"যারা ছোটখাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।" (সূরা আন্ নাজম : ৩২)।

■ গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা

আল্লাহকে আমরা না দেখেই বিশ্বাস করেছি। এটি শুধু ঈমানই নয় বরং সাথে সাথে গুনাহ্ মাফেরও কারণ। আবার আমরা যখন একা নির্জনে থাকি তখনও যদি আমরা আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকি, তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

"নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা আল মুলক : ১২)।

■ ঈমান আনা ও 'আমলে সালেহ করা

ঈমান আনা ও 'আমলে সালেহ তথা নেক আমল বা উত্তম কাজ করা ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না। আর যারা এই দু'টি কাজ করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে তাদের অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ্ মাফ হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেবো এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম 'আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করতো।" (সূরা আল 'আনকাবূত : ৭)।

■ ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন করা

ঈমান আনার পর 'আমলে সালেহের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

"আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।" (সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬৫)।

[তাকওয়া: তাকওয়া হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা]।

■ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের ওয়াসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করা

মহান রব আল্লাহর প্রতি ঈমানের ওয়াসীলা করে কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। পবিত্র কুরআনে আছে,

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

"হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো'। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে'।" (সূরা আ-লি 'ইমরা-ন : ১৯৩)।

■ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করা

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের গুনাহও মাফ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।" (সূরা আ-লি 'ইমরা-ন : ৩১)।

■ শির্কমুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী 'আমল করা

শির্কমুক্ত ঈমান ও 'আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। ঈমান ও 'আমলের কোথাও সামান্য শির্ক থাকলে আল্লাহ্ তা বরদাশত করবেন না। তাই শির্ক থেকে মুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী 'আমল করে যাওয়াই মু'মিনের দায়িত্ব। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ والْأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ المَغْفِرَةِ وَأَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِي

"হে আদম সন্তান! তুমি আমার যতটুকুই 'ইবাদাত করো এবং ভালো আশা করো যদি তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশী স্থাপন না করো তাহলে তোমার 'আমল যা-ই হোক না কেন তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেবো। তুমি যদি আসমান ও জমিন ভরা অপরাধ ও গুনাহ্ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও তাহলে আমিও আসমান ও জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো এবং আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, এতে আমি কাউকে পরোয়া করি না।" (সহীহ আল জামি হা/৪৩৪১)।

■ আল্লাহর সাথে 'আমলে সালেহ-এর ব্যবসা করা

দুনিয়ার লাভের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য তো আমরা অনেকেই করি। কিন্তু আখিরাতের ব্যবসা কয়জন করি? এ রকমেরই একটি ব্যবসার অফার আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 10- تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 11- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 12 -وَأُخْرٰى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 13

“হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে। তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন; এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন যা তোমরা পছন্দ করো; আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।” (সূরা আস্ সফ্ : ১০-১৩)।

■ **ধৈর্যধারণ ও ‘আমলে সালেহ করা**

জীবন চলার পথে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে ঈমান আনার পরে ধৈর্যধারণ বেশি দরকারী। ধৈর্যের সাথে সাথে ‘আমলে সালেহ করাও জরুরি। তাহলেই ক্ষমা মিলবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

“তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।” (সূরা হূদ : ১১)।

■ **শির্ক ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকা অবস্থায় আমল পেশ হওয়া**

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَه" وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

“প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দু'জনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দু'জনকে আপোষ-রফার জন্য অবকাশ দাও।” (সহীহ মুসলিম হা/৬৭০৯)।

■ **তাকওয়া অবলম্বন করা ও সঠিক কথা বলা**

ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় করে সর্বদা সঠিক কথা বললে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করলো।" (সূরা আল আহযাব : ৭০-৭১)।

■ জিহাদ করা

যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে হিজরত করেছে এবং যাদেরকে আল্লাহর পথে থাকার জন্য কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ বিরোধী জালিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং শহীদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গুনাহ্ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আরও উত্তম প্রতিদান তাদেরকে তিনি দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَه حُسْنُ الثَّوَابِ

"অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা 'আমলকারীর 'আমল নষ্ট করবো না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেবো এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।" (সূরা আ-লি 'ইমরা-ন : ১৯৫)।

■ মানুষের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা

আত্মীয়-স্বজন বা অভাবী মানুষ কিংবা সাধারণ যে কারও প্রতি উদারতা প্রদর্শন করলে এবং তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা দাতার গুনাহ্ মাফ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন ক্বসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন্ নূর : ২২)।

গুনাহ্ মাফের দু'আ

[১১].

গুনাহ্ মাফের যতোগুলো উপায় আছে সেগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে দু'আ। নিচে গুনাহ্ মাফের কিছু দু'আ উল্লেখ করা হলো:_

■ কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত যেগুলো গুনাহ্ মাফের দু'আর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো থেকে কয়েকটি আয়াত

১. رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ

অর্থ : হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফ্সের প্রতি যুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (সূরা আল ক্বসাস : ১৬)।

২. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ : আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই (নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৫)।

৩. কোনো কাজ সহজ হওয়া ও কাজ সম্পাদনে ভুল–ত্রুটি ক্ষমা চাওয়া এবং বরকত চাওয়ার দু'আ :

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর এমন কঠিন দায়িত্ব দিয়েন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের রব্! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন'। (সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬)।

৪. জাহান্নামের 'আযাব থেকে বাঁচার এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার জন্য দু'আ:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ، رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِىْ لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

অর্থ : 'হে আমাদের রব্! আপনি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মহা পবিত্র আপনি। অতএব আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব থেকে বাঁচান'! 'হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তাকে আপনি লাঞ্ছিত করবেন। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে তো কোনো সাহায্যকারী নেই'। 'হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আমরা একজন আহবানকারীকে (মুহাম্মাদ) শুনেছি যিনি ঈমানের প্রতি আহবান করেছেন এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। অতঃপর সে মতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব হে আমাদের রব্! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যুদান করুন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে শামিল কর)'। (সূরা আ-লি 'ইমরা-ন : ১৯১-১৯৩)।

৫. আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দু‘আ :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো’। (সূরা আল আ‘রাফ : ২৩)।

৬. সন্তানাদিসহ নিজে মুসল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা সহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু‘আ (ইবরাহীম (আ.)-এর দু‘আ) :

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমাকে স্বলাত ক্বায়িমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আমার দু‘আ কবূল করুন’! ‘হে আমাদের রব! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে’। (সূরা ইব্রা-হীম : ৪০-৪১)।

৭. হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দু‘আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইয়েরা যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা করো, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ালু পরম করুণাময়’। (সূরা আল হাশর : ১০)।

৮. কাফেরদের ওপর বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন, আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মাফ করে দিন। আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য করুন’। (সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন : ১৪৭)।

■ হাদীসে বর্ণিত গুনাহ মাফের সাথে সম্পৃক্ত কিছু দু‘আর মধ্যে কয়েকটি দু‘আ

১. সকল স্বলাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ক্ষমা প্রার্থনার দু‘আ (সানা) :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি পূর্ব ও পশ্চিম গগণের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ্! শুভ্র বস্তুকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও গুনাহ্ থেকে সেরূপ পাক সাফ করুন। হে আল্লাহ্! আমার অপরাধ সমূহ পানি, বরফ ও হিমশীলা দ্বারা বিধৌত করে দিন। (বুখারী- হা/৭৪৪; মুসলিম- হা/১৩৮২)।

২. 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আটি বেশী বেশী পড়তেন।(বুখারী- হা/৮১৭; মুসলিম-হা/১১১৩)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِى كُلَّه دِقَّه وَجِلَّه وَأَوَّلَه وَآخِرَه وَعَلَانِيَتَه وَسِرَّه

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার সকল সূক্ষ্ম, বড়, প্রথম, শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ্ মাফ করো। (মুসলিম : ১১১২)।

৩. ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ، فَإِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব্, আপনি ছাড়া কোনো রব্ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যমত আপনার কাছে দেয়া ওয়া'দা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নি'আমত দান করেছেন তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপসমূহ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই। (বুখারী : ৬৩০৬)।

৪. শির্ক থেকে বাঁচার দু'আ :

اَللهم إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্ক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শির্ক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আল আদাব আল মুফরাদ : ৭১৬)।

৫. লায়লাতুল ক্বদরের দু'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। (সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮৫০)।

৬.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই। আল্লাহ্ সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপায় ও সামর্থ নেই। [মুসনাদ আহমাদ : ৬৪৭৯। দিনের যে কোনো সময় এই দু'আটি যে ব্যক্তি পড়বে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান (বা তার থেকে বেশি) হয়"] ।

৭. ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ সম্বলিত নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ : আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ ('ইবাদাতের যোগ্য) নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ্ করছি। (সুনান আবূ দাউদ : ১৫১৯; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৭) ।

৮. মজলিস শেষে নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থ : "হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৪৩৩)।

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ কবিরা গুনাহ্ সহ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উপায়

[১২].

সবচেয়ে দামী আমল হলো গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন,

لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا

গুনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকার মতো সমকক্ষ আমল আমি কোনোটিকে মনে করি না। (আদাবুদদুনয়া ওয়াদদীন ১/৯৮)।

হাদিসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন,

اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো সবচেয়ে বড় আল্লাহ্র অলি হতে পারবে। (তিরমযী ২৩০৫)। অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কবিরা গুনাহ্ সহ সমস্ত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপায় বর্ণনা করা হলো:

■ ফরজ ইলম অর্জন করা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়ো, ইলম অর্জন করো। ইলম ছাড়া সঠিক পথ চেনা যায় না। ভালো–মন্দের পার্থক্য বুঝা যায় না। তাই, অবশ্যই-ই আমাদের ফরজ ইলম অর্জন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে_ইন শা আল্লহ্। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (সহীহ মুসলিম ২৬৯৯)।

■ নিয়ত করা যে, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ্ করা যাবে না

মনে রাখতে হবে, গুনাহকালীন সময়ে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার ক্ষতি ও করুণ পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী। পাপের উন্মাদনা সাময়িক কিন্তু তার অনুতাপ হবে দীর্ঘ মেয়াদি। সুতরাং আজ থেকেই নিয়ত করা যে, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ্ করা যাবে না।

ومَن هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً

আর সে যদি কোনো গুনাহ্ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন। (মুসলিম ১৩১)।

■ সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা

সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার মানে হচ্ছে অজু নষ্ট হয়ে গেলে অজু বিহীন অবস্থায় না থেকে সাথে সাথে অজু করে নেয়া। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার ফজিলত ও মর্যাদা অনেক বেশি। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।' (সুরা বাকারাহ্ : ২২২)।

অজুর পানির ফোটার সাথে গুনাহ্‌ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিম বা মুমিন বান্দা অজুর সময় মুখমণ্ডল ধোয়, তখন তার চোখ দিয়ে তার কৃত পাপরাশি পানির সাথে কিংবা পানির শেষবিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে তার দুটি হাত ধৌত করে তখন হাত দ্বারা তার হয়ে যাওয়া গুনাহগুলো পানির সাথে বা পানির শেষ ফোটার সাথে ঝরে যায়। এরপর সে যখন তার পা দু'টি ধৌত করে, তখন তার দু'পা দিয়ে করে ফেলা গুনাহখাতা পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। এমনকি সে তার যাবতীয় (সগীরা) গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় l (মুসলিম: ২৪৪)।

ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয়। আবূ মালেক আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ” (মুসলিম)। অর্থাৎ যারা অজু করে পবিত্র থাকে ঈমানের অর্ধাংশ তাদের এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যায়।

অজু ঈমানের পরিচায়ক। সাউবান (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমরা (ভালো কাজে) অটল থাকো। যদিও (সকল কাজে) তা পরিপূর্ণভাবে করতে সক্ষম হবে না। তবে জেনে রাখো, নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। আর কেবল মুমিন বান্দাই অজুকে হিফাযতে রাখে।” (মালেক, আহমাদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ, সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা ঈমানদারীর লক্ষণ।

অজু অবস্থায় থাকলে ফেরেশতারা অনবরত নেকী লিখতে থাকে রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হে আবু হুরায়রা! যদি তুমি অজু করার সময় ‘বিসমিল্লাহ্‌’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ্‌’ বলো, তাহলে একজন পর্যবেক্ষক (ফেরেশতা) তোমার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত নেকী লিখতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার অজু ভঙ্গ না হয়।” (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০)।

অতএব, আমরা বুঝলাম যে, সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার মর্যাদা অনেক বেশি। আর, তাই, সর্বদা অজু অবস্থায় থাকলে গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হবে_ইন শা আল্লহ্‌।

■ কোনো গুনাহকে ছোট করে না দেখা

গুনাহ্‌ হলো আমাদের শত্রুl শত্রুর ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হলো শত্রুকে কখনো ছোট করে দেখতে নাইl হাদীসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেছেন,

إياكم ومُحَقَّراتِ الذنوبِ

তুমি ঐ সকল গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকো যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে। (সহিহ আলজামি' ২৬৮৬)।

■ দু'আ করা, নির্জনে চোখের পানি ফেলা

দু'আ অর্থ প্রার্থনা করা, আপন রবকে একান্তে ডাকা। দু'আ শ্রেষ্ঠ ইবাদতের একটি। নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ

দু'আই ইবাদত। (তিরমিজি, হা/৩৩৭০)। নবীজী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

আল্লাহর কাছে দু'আর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই। (জামে তিরমিযী, হা: ৩৩৭০)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

"তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো (দু'আ কবুল করবো)। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সূরা মুমিন (৪০) : ৬০]।

অতএব, আমরা বুঝলাম দু'আ করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, প্রত্যেক মু'মিনের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বেশি বেশি করে দু'আ করা, মাঝে মাঝে নির্জনে চোখের পানি ফেলে দু'হাত তুলে দু'আ করা যে, আল্লাহ্ যেন আমাদের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন, গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন, সারাজীবন-ই উত্তম হিদায়াতের উপর অটল-অবিচল রাখেন, উত্তম মৃত্যু দান করেন_আমীন।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ হাদিসে বলেছেন,

لا يلِجُ النَّارَ رجُلٌ بَكَى مِن خشيَةِ اللَّهِ حتَّى يَعودَ اللَّبنُ في الضَّرعِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব। (জামি' তিরমিযী ২৩১১)।

■ তাকওয়া অবলম্বন করা

তাকওয়া (আরবি: تقوى) শব্দের অর্থ বিরত থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে: দ্বীনদারি, আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বুঝায় ইসলামি পরিভাষায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হলো তাকওয়া। তাকওয়া মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। কুরআন মাজীদে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا

যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট আজর দান করেন। (সূরা ত্বলাক : ৫)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার সব বিষয় সহজ করে দেন। (সূরা ত্বলাক : ৪)। অন্য এক আয়াতে আছে,

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের থেকে কবুল করেন। (সূরা মায়েদা : ২৭)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ، فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে। সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে। (সূরা ক্বমার : ৫৪-৫৫)।

■ দৃষ্টি সংযত রাখা

দৃষ্টিকে সংযত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ

তোমরা দৃষ্টি অবনত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করো। (আলজাওয়াবুলকাফী, পৃষ্ঠা : ২০৪)। হাফেজ ইবনুল কাইয়িম রহ. লিখেছেন, দৃষ্টি জৈবিক চাহিদার পিয়ন ও রাহবার হয়ে থাকে। দৃষ্টির সংরক্ষণ মূলতঃ লজ্জাস্থান ও যৌনচাহিদা পূরণের অবাধ সুযোগের সংরক্ষণ হয়ে থাকে। যে দৃষ্টিকে অবাধে বিচরণ করতে দিয়েছে সে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে ফেলে দিয়েছে। মানুষ যেসব আপদে নিমজ্জিত হয় এর মূলভিত্তি হলো দৃষ্টি। (আলজাওয়াবুলকাফী, পৃষ্ঠা-২০৪)।

■ হৃদয়ে ঈমানের বীজ যত্ন করে রাখা

হৃদয়ে ঈমানের বীজ যত্ন করে রাখা। কেননা, যখন এ-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন তা দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নি? (সূরা হাদীদ ১৬)।

যখন কোনো ব্যক্তির মনে নগ্ন ও অশ্লীল চিন্তা আসবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত তারপর নিজেকে সম্বোধন করে বলা উচিত যে, 'ঈমানদারের কি এখনও আল্লাহকে ভয় করার সময় হয় নি?'

■ গুনাহের উপকরণ ও উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা

গুনাহর উপকরণ ও উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা উচিত। কেননা, প্রতিটি গুনাহর নেপথ্যে এমন উপকরণ অবশ্যই থাকে, যা তাকে গুনাহর প্রতি উদ্দীপ্ত করে এবং তাকে ওই গুনাহর ফাঁদে ফেলে রাখে। সুতরাং এ থেকে দূরে থাকার উপায় হলো, এজাতীয় বিষয় এড়িয়ে চলা।

■ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করা

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করা। কারণ, অল্লাহর নামে কাজ শুরুর অভ্যাস করার ফলে নিজের মন, এ কথা ভাবতে বাধ্য হবে যে, আসলেই কি এই কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন!?।

■ আউজুবিল্লাহ্ পড়া

মনের মধ্যে গুনাহের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রতি খেয়াল করে কয়েক বার পড়া,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এর অর্থ, "বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই"। একটু আওয়াজ করেই পড়া। কমপক্ষে নিজে শুনতে পাওয়া যায় এটুকু আওয়াজে পড়া। তাহলে দেখা যাবে, এতে শয়তানের কুমন্ত্রণা কেটে যাবে, ইন শা আল্লহ্। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেছেন,

وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰہِ ؕ اِنَّہٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল আ'রাফ : ২০০)।

■ হঠাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্মরণে রাখা

হঠাৎ মৃত্যুর বিষয়টি স্মরণে রাখা। সাহাবী আবু বাকার রাযি.-এর মৃত্যুশয্যায় সন্তানগণ ডাক্তার নিয়ে আসতে চাইলে তিনি আনতে দেন নি। মৃত্যুর ফেরেশতা আসার পর তিনি উচ্চস্বরে সন্তানদের বলতে লাগলেন,

أين طبيبكم؟ ليردها إن كان صادقاً!

কোথায় তোমাদের ডাক্তার? সত্যবাদী হলে মৃত্যুদূত ফেরাও তো দেখি! (আলআলামুল আখীর ২৮)।

সুতরাং প্রতিটি জীবনকে এর মুখোমুখি হতে হতে হবে। আর কেউ কি চাইবে, অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায়, নামাজহীন শুয়ে থাকা অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি! (সূরা মুমিনূন : ৯৯-১০০)।

হাদীসে এসেছে, ইবনু ওমর রাযি. বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে, কোন মুমিন উত্তম? তিনি বললেন, যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। লোকটি বলল, কে সর্বাধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন,

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ

মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী। তারাই হলো প্রকৃত জ্ঞানী। (ইবনু মাজাহ ৪২৫৯)।

■ মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা

মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা। এতে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। আমলের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ

কবর জিয়ারত অন্তরকে নরম করে, চোখের পানি বের করে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসতাদরাক হাকিম ১৫৩২)।

■ অধিকহারে ইস্তেগফার, তাওবাহ্ করা

অধিকহারে ইস্তেগফার ও তাওবাহ্ করা। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার করে একই গুনাহ্ করার পরও আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে, (ইস্তেগফার করবে) সে যেন প্রকৃতপক্ষে গুনাহ্ বার বার করে নি। (তিরমিযী ৩৫৫৯)।

হাফেজ ইবনু তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়েখকে বললো, আমার গুনাহ্ হয়ে যায় কী করবো? শায়েখ বললেন, তাওবাহ্ করবে। লোকটি বলল, তাওবাহ্ করার পর যদি আবার গুনাহ্ হয়? শায়েখ বললেন, তাওবাহ্ করবে। লোকটি বলল, যদি আবারও গুনাহ্ হয়? শায়েখ বললেন, এবারও তাওবাহ্ করবে। লোকটি বলল, কতো বার তাওবাহ্ করবো? শায়েখ উত্তর দিলেন, إلى أن تُحْزِنَ الشيطان শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবাহ্ করতেই থাকবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবুল করেন ও পাপসমূহ মোচন করেন এবং তোমরা যা করো তিনি তা জানেন। (সূরা শূরা - ২৫)।

■ <u>গুনাহের পরিবেশ পরিবর্তন করা</u>

গুনাহর পরিবেশ পরিবর্তন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। গুনাহের পরিবেশ পরিবর্তন করা, গুনাহের পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এটি নবীগণের একটি তরিকা। উদাহরণ সরূপ বলা যায়, হযরত ইউসুফ আ. জুলাইখার কাছে ছিলেন। জুলাইখা তাঁকে গুনাহের প্রতি আহ্বান করেছিল। গোপন গুনাহর পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. এই পরিবেশকে পছন্দ করলেন না। গুনাহর পরিবেশ টা যদিও ছিলো আরাম-আয়েশের, তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করে জেলখানার পরিবেশ বেছে নিলেন। তবুও গুনাহর পরিবেশে থাকাটাকে তিনি পছন্দ করেন নি। বরং তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

হে আমার রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। (সূরা ইউসুফ : ৩৩)।

সুতরাং, আমরাও এটা করবো। গুনাহর পরিবেশ পরিবর্তন করবো, গুনাহের পরিবেশ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবো_ইন শা আল্লহ্।

■ <u>বেশি করে আল্লাহর যিকির করা</u>

বেশি করে আল্লাহর যিকির করা। কেননা, যিকির শয়তান থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী দুর্গ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুজাদালাহ : ১৯)।

নিয়মিত যিকির করতে পারলে_ইন শা আল্লহ, ধীরে ধীরে তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহের চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যাবে।

■ ফজরের নামাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া

সকল নামাজই গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী হাতিয়ার। সুতরাং সব নামাজকেই গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে ফজরের নামাজের। তাহলে_ ইন শা আল্লহ্, গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে। কেননা হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের দিকে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে অযু করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, এরপর (ফজর) নামাজ আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার সকাল বেলাটা হয়, উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে। (সহীহ বুখারী ১১৪২)।

■ সময়ের মূল্য দেওয়া

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, সময়কে গুনাহর মধ্য দিয়ে কাটানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কখনও অবসর সময় কাটাবে না। যখনই নির্জনে থাকবে, অবসর থাকবে তখনই নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত করে নিবে। কাজটি দুনিয়ার বৈধ কাজ হলেও অসুবিধা নেই। তবুও আল্লাহর নাফরমানির ভেতর সময় নষ্ট করো না। আর যদি কাজটি হয় ভালো বই পড়া, যিকির করা, তেলাওয়াত করা তাহলে তো সবচেয়ে ভালো। তিনি বলেন, আমাদের শায়েখ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, ‘কাজের ভেতরে কাজ ঢুকিয়ে দাও। অবসর আছো তো কোনো কাজের প্রোগ্রাম করে নাও। হাতে একটি কাজ আছে তো আরেকটি কাজের প্রোগ্রাম বানিয়ে নাও।’ দেখুন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

দু'টো নিয়ামত এমন যে দু'টোর বিষয়ে বহু লোক ধোঁকায় নিপতিত- স্বাস্থ্য এবং অবসর। (তিরমিযী ২৩০৭)।

■ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ঠিক রাখা

অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা উভয়টিই আল্লাহর জন্য। সুতরাং মুমিনদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখা। আর কাফিরদের সাথে শত্রুতা রাখা ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। কেননা, আমাদের অধিকাংশ গুনাহ্ হয় কাফিরদের অপসংস্কৃতি অনুসরণ করার কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

নিঃসন্দেহে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল, আর যারা ঈমান এনেছে, আর যারা নামাজ কায়েম করে, আর যাকাত আদায় করে, আর তারা রুকুকারী। (সূরা মায়িদাহ : ৫৫)।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَن أحبَّ للهِ وأبغضَ للهِ ، وأعطى للهِ ومنعَ للهِ فقدِ استَكْملَ الإيمانَ

যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্য প্রদান থেকে বিরত থাকে সে ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। (আবু দাউদ:৪৬৮১)।

■ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, নেক সোহবত গ্রহণ করা

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, নেক সোহবত গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে আছে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

المرءُ على دينِ خليلِه فلينظرْ أحدُكم مَن يُخاللُ

মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। (আবু দাউদ ৪৮৩৩)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বসার সঙ্গী বা মজলিস হিসেবে কোনটি সবচেয়ে উত্তম? রসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর দিলেন, যার সাক্ষাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বেড়ে যায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসনাদ ইবন আব্বাস রাযি. ৬৩৮)।

■ প্রতিদিন সকালে 'মুশারাতা' তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করা

অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে জেগে নফসের কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া যে, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো গুনাহ্ করবো না। আমার দায়িত্বে যত ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নাত আছে সব ঠিকমত আদায় করবো। আমার ওপর আল্লাহর যত হক আছে, বান্দার হক আছে সব পুরোপুরি আদায় করবো। হে নফস! মনে রেখো, ভুলক্রমে অঙ্গীকারের বিপরীত কোনো কাজ করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।' এই হলো প্রথম কাজ। ইমাম গাযালী রহ. এর নাম দিয়েছেন তিনি 'মুশারাতা' বা 'আত্ম অঙ্গীকার'।

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী বলেন, ইমাম গাযালী রহ. এর কথার সাথে একটু সংযোগ করে বলা যায়, এই 'আত্ম অঙ্গীকারের' পর আল্লাহর কাছে দু'আ করা, 'হে আল্লাহ্, আজ আমি গুনাহ্ করবো না বলে অঙ্গীকার করেছি। আমি সব ফরজ, ওয়াজিব আদায় করবো। শরীয়ত অনুযায়ী চলবো। আল্লাহর হক ও বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করবো। কিন্তু ইয়া মাবুদ, আপনার তাওফীক ছাড়া এই প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি পণ করেছি, তাই আপনি আমাকে তাওফিক দিন। আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা থেকে রক্ষা করুন। পুরোপুরিভাবে এ প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন।

■ পুরো দিন নিজের আমলের 'মুরাকাবা' করা

মুশারাতা' তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করার পর নিজের কাজে বেরিয়ে যাওয়া। চাকরি করলে চাকরিতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়, দোকান করলে দোকানে চলে যাওয়া। সেখানে গিয়ে একটি কাজ করা যে, প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে একটু ভেবে দেখা, এই কাজটি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কি-না। এই শব্দ যা উচ্চারণ করছি তা প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী কি-না। যদি প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী মনে হয় তাহলে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। এটাকে ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন 'মুরাকাবা'।

■ শোয়ার আগে 'মুহাসাবা' করা

মুশারাতা ও মুরাকাবা করার পর আরেকটি কাজ করতে হবে শোয়ার আগে, আর তা হলো 'মুহাসাবা' অর্থাৎ নফসকে বলা যে, তুমি সারাদিন গুনাহ্ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিটি কাজ শরিয়তমত করবে। আল্লাহর হক ও বান্দার হক ঠিক মতো আদায় করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। এখন বলো কোন কাজ তুমি প্রতিজ্ঞামত করেছ, আর কোন কাজ প্রতিজ্ঞামত করো নি? এভাবে সারাদিনের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করা। সকালে যখন বাড়ি ত্যাগ করলে তখন অমুক লোককে কি বলেছ? চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ? ব্যবসা কীভাবে পরিচালনা করেছ? হালালভাবে না হারাম পদ্ধতিতে? যতো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের হক কিভাবে আদায় করেছ? বিবি, বাচ্চার হক কিভাবে আদায় করেছ? ইমাম গাযালী রহ. বলেন, এভাবে যাবতীয় কাজের হিসাব নেয়াকে 'মুহাসাবা' বলা হয়।

মুহাসাবা'র ফলাফল যদি এই হয় যে, 'সকালের প্রতিজ্ঞায় সফল' হয়েছি তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু 'মুহাসাবা'র ফলাফল যদি এই দাঁড়ায় যে, অমুক স্থানে প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী কাজ করেছি, অমুক সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি, পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি এবং স্বীয় কৃত প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারি নি, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ্ করা, বলা, 'হে আল্লাহ্! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায়, প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারি নি। ইয়া রব্! আমি আপনার কাছে তাওবাহ্ করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমার তাওবাহ্ কবুল করে আমার পাপ মাফ করে দিন। ভবিষ্যতে আমাকে প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন।

■ <u>নফসকে শাস্তি দেওয়া</u>

তাওবার সাথে সাথে নফসকে একটু শাস্তিও দেওয়া। যেমন, নফসকে বলা, তুমি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কাজ করেছ, সুতরাং শাস্তি স্বরূপ তোমাকে আট রাকাত নফল স্বলাত আদায় করতে হবে। এ শাস্তিটা প্রভাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ করা। সুতরাং রাতে নফসকে বলা, তুমি নিজের সুখ-শান্তির জন্য, সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে লিপ্ত করেছ। অতএব এখন তোমাকে সাজা ভোগ করতে হবে। তোমার শাস্তি হলো, এখন শোয়ার আগে আট রাকাত নফল স্বলাত আদায় করো। তারপর বিছানায় যাও। এর আগে বিছানায় যাওয়া নিষেধ। ওমর ইবনুল খাত্বাব রাযি. বলতেন,

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر

আল্লাহর নিকট তোমাদের হিসাব দানের আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো এবং (আল্লাহর নিকটে) ওযনের আগে নিজেরা নিজেদের ওযন করো। কেননা এটা করা তোমাদের জন্য তুলনামূলক সহজ। আর তোমরা সবচেয়ে বড় আরয বা হিসাবের জন্য পাথেয় জোগাড় করো।

■ <u>মনে রাখা যে, আল্লাহ্ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না</u>

সব সময় মনে রাখা যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি বান্দাকেই পাপ থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছাড় দিতে থাকেন। এই ছাড় পেয়ে যারা নিজেকে শুধরে নেয় এবং তাওবাহ্ করে, তিনি তাদের ক্ষমা করেন। আর যারা ছাড় পেয়ে পাপের মহাসাগরে ডুব দেয়, নির্দিষ্ট সময় পরেই তাদের পাকড়াও করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি জনপদসমূহকে শাস্তিদান করেন যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে। নিশ্চয় তার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন" (সূরা হুদ : ১০২)।

■ <u>প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা</u>

ঈমানী দুর্বলতার একটি লক্ষণ হলো গুনাহ্ ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। এর প্রতিকার হিসেবে প্রতি দিন এক পৃষ্ঠা হলেও কুরআন তেলাওয়াত করা, অর্থ বুঝার চেষ্টা করা আর পারলে বেশি থেকে বেশি পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা কিংবা শুনা। তিলাওয়াতের অর্থ বুঝার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল : ২)।

■ জবানের হেফাজত করা

জবানের লাগামহীনতাও অসংখ্য গুনাহকে ডেকে আনে। মিথ্যা বলা, গীবত করা, গালি দেয়া, ঝগড়া করা, হারাম খাওয়া থেকে শুরু করে কোন অপরাধটা এই জবান দ্বারা করা যায় না! এ অপরাধগুলো ইবলিস লবণ মরিচ মাখিয়ে নফসের সামনে পেশ করে। নফস তা জবানের মাধ্যমে গ্রহণ করে। এজন্যই হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا

আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাকো, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকবো। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য হবো। (তিরমিযী ২৪০৭)।

সুতরাং জবানকে হারাম কথা ও হারাম খানা থেকে হেফাজত করতে হবে। এটাও নফসের উপর একপ্রকার শাসন। এর কারণেও ইবলিস নিরাশ হয় আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হোন।

■ নিম্নোক্ত দু'আ গুলো বেশি বেশি পড়া

১. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ

হে আল্লাহ্! আপনার কাছে সুস্থতা, গুনাহমুক্ত জীবন, আমানতদারিতা, উত্তম চরিত্র ও তাকদিরের উপর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। (বাহরুল ফাওয়াইদ ১৫)।

২. اللهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ

হে আল্লাহ্! আপনার প্রতি এমন ভীতি আমাদেরকে দান করুন, যা আমাদের মাঝে এবং আমাদের গুনাহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে এবং এমন আনুগত্য দান করুন, যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে। (তিরমিযী ৩৫০২)।

উপসংহার

মুসলিমদের জন্য আখিরাতের জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَ قِيۡلَ لِلَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا مَاذَاۤ اَنۡزَلَ رَبُّكُمۡ ؕ قَالُوۡا خَيۡرًا ؕ لِلَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوۡا فِىۡ هٰذِهِ الدُّنۡيَا حَسَنَةٌ ؕ وَ لَدَارُ الۡاٰخِرَةِ خَيۡرٌ ؕ وَ لَنِعۡمَ دَارُ الۡمُتَّقِيۡنَ

"আর যারা তাকওয়ার অবলম্বন করেছে, তাদের বলা হলো, 'তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন'? তারা বলল, 'কল্যাণ'। যারা এই দুনিয়ায় উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয় আখিরাতের আবাস উত্তম এবং মুত্তাকীদের আবাস কতইনা উত্তম!" (সূরা আন নাহল : ৩০)।

একজন মু'মিনের জীবনের লক্ষ্য হলো আখিরাতের জীবনের পথে যেই সমস্ত বাধা রয়েছে সেই বাধাগুলো অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাধা রয়েছে সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন_আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

তথ্যসূত্র

■ **[১].** আখিরাত, ইসলামে আখিরাতের গুরুত্ব – উইকিপিডিয়া https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%96%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4

■ **[২].** "মাসিক আলকাউসার - বর্ষ: ১৬, সংখ্যা: ০৯, সফর ১৪৪২ || অক্টোবর ২০২০। ইসলাহ' বিষয়ক কিছু মৌলিক কথা
 কবীরা গুনাহ ও এর কিছু নতুন রূপ" https://www.alkawsar.com/bn/article/2702/

■ **[৩].** "১০০ কবিরা গুনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত - ইসলামী প্রশ্নোত্তর", ❑ কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) কী?

https://islamqabd.com/%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87/

■ **[৪].** সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বারঃ ৪৪৫, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ২৩৩)।

■ **[৫].** "১০০ কবিরা গুনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত - ইসলামী প্রশ্নোত্তর", ◈ কুফরি পর্যায়ের বড় পাপ সমূহ, ৬. পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা।

■ **[৬].** ৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, HadithBD. https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6636

■ **[৭, ৮].** ▪"১০০ কবিরা গুনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত - ইসলামী প্রশ্নোত্তর",

▪"হারাম ও কবিরা গুনাহ | মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী" https://www.hadithbd.com/books/section/?book=47

■ **[৭.১].** "৩. ৪. রিয়া । আল-ফিকহুল আকবর । খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)" https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7233

■ **[৮.১].** সহিহ বুখারি: হা/৭০৭৬, আধুনিক প্রকাশনী- ৬৫৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৫৯৬।

■ **[৮.২].** সহীহ : বুখারী ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭; মুসলিম (২১২২)-১১৫, মুসনাদে আহমাদ ৮৪৭৩, নাসায়ী ৫০৯৭, তিরমিযী ১৭৫৯, ইবনু মাজাহ ১৯৮৭, সহীহুল জামি'উস্ সগীর ৫১০৫, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ২১০২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক ৫০৯৭, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্ ২৫২৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫১৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৯৭৯১, আস্ সুনানুস্ কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৩৯৭, আস্ সুনানুস্ সুগরা ৩১৮।

■ **[৯].** "গুনাহ মাফের উপায় | শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল (রহ.) | মানবজীবনে গুনাহের কুপ্রভাব।" https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=66&chapter=9093

■ **[৯.১].** সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০২২, মুসনাদ আহমাদ : ২২৪১৩; মিশকাত : ৪৯২৫, হাদীসটির প্রথমাংশ হাসান লিগাইরিহী, তবে শেষাংশের ইসনাদ য'ঈফ।

■ **[১০, ১১, ১২].** ▪"গুনাহ মাফের উপায় । শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল (রহ.)" https://www.hadithbd.com/books/section/?book=66

▪"যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ৭০ টি শক্তিশালী পরামর্শ" https://www.onp24.com/islam/news/19244

■ **[১০.১].** ফায়সাল বিন 'আবদুল 'আযীয আলে মুবারক, তাতরীয রিয়াদুস্ সালিহীন, তাহকীক : ড. 'আবদুল 'আযীয বিন 'আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম আলে হাম্দ, রিয়াদ : দারুল আসিমাহ, ১৪২৩ হি., পৃ. ২০।